হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ.

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জীবনে আল্লাহ তা‘আলার অপূর্ব নিদর্শন
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্ম ও বংশপরিচয়
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের লালন-পালনে যাকারিয়া আ.-এর ভূমিকা
ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এর পারস্পরিক সম্পর্ক
কুরআনে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা
দীন প্রচারে আল্লাহর নিকট সন্তান কামনা
বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানধারণ
ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্মলাভ
গর্ভের শিশুর সিজদাপ্রদান
ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আল্লাহভীতি
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ওফাত
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে ভিত্তিহীন বর্ণনা
ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রথম অংশ: ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ
ভিত্তিহীন বর্ণনার দ্বিতীয় অংশ: যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে শিক্ষা
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জীবনচরিত
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত চিন্তা
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্ম ও তার মায়ের মান্নত
মারিয়াম ও মেরী নাম রাখা সম্পর্কে জরুরী কথা
জন্মের দিন সন্তানের নাম রাখা প্রসঙ্গে
ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ সম্পর্কে কিছু কথা
হান্না আলাইহাস সালামের মান্নত পূরণ
দ্বন্দ্ব নিরসনে লটারীর আয়োজন
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের বেড়ে উঠা
আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্তি
রিযিকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যেভাবে গর্ভবতী হলেন
গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু কামনার বিধান
শ্রেষ্ঠত্বের আসনে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম
পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নারী

باسمه تعالى

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জীবনে আল্লাহ তা‘আলার অপূর্ব নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ○ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ○ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یٰمَرْیَمُ اَنّٰی لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ○ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ ○

অর্থ: স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভস্থ সন্তানকে একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আপনি আমার প্রার্থনা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। অতঃপর যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি; সে যা প্রসব করেছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবগত। আর (ঐ কাঙ্ক্ষিত) ছেলে সন্তান (এই) মেয়ে সন্তানের মতো নয়। আমি তার নাম মারিয়াম রেখেছি। আমি তাকে ও তার বংশধরদের অভিশপ্ত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমরূপে কবুল করে নিলেন এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন। আর তাকে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে দিলেন। যখনই যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম আ. এর কক্ষে যেতেন, তখনই তার নিকট বিশেষ খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বললেন, হে মারিয়াম, তোমার জন্য এসব কোত্থেকে এলো?

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মারিয়াম উত্তর দিলেন, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন। সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনি নিজের পক্ষ হতে সৎ বংশধর দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আল-ইমরান; আয়াত: ৩৫-৩৮)

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের পিতার নাম ‘বরখিয়া।’ কোন কোন মুফাসসির বলেন, ‘উদন’। তার স্ত্রী তথা ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের মায়ের নাম ছিল ‘ঈশা’।

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৯১ অব্দে বর্তমান প্যালেস্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। পবিত্র কুরআনে চারটি সূরায় তার নাম মোট সাতবার উল্লেখ হয়েছে। তার একমাত্র সন্তান হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম। তিনিও একজন নবী। উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এই পুত্রসন্তান দান করেছিলেন।

সকল নবীরই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা আপন জীবিকার ব্যবস্থা নিজ হাতেই করতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কারো দ্বারস্থ হতেন না। বরং একথা বলতেন,

ما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الا علي رب العلمين

অর্থ: আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। (সূরা শু‘আরা- ১০৯)

এই ‘নববী বৈশিষ্ট্যে’ হযরত যাকারিয়া আ.-ও ব্যতিক্রম ছিলেন না। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كان زكرياء نجارا

অর্থাৎ ‘যাকারিয়া আ. কাঠের কাজ করতেন’। (সহীহ মুলিম, ফাযাইল অধ্যায়, হাদীস নং: ১৬৯। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ২, পৃষ্টা: ৪৯)। এর মাধ্যমেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের লালন-পালনে যাকারিয়া আ.-এর ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে ইমরান-কন্যা হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্ম ও বাল্যকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। সে আলোচনায় আবার তাঁর সন্তান হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা এসেছে।

আল্লামা ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, ইমরান-কন্যা মারিয়ামকে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে প্রদানের কারণ হল, তিনি পিতৃহীন ছিলেন। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত এক হাদীসের ভাষ্যমতে, পিতা তো আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, অতঃপর মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের মাতার মৃত্যুর পর তাকে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। (মুসতাদরাকে হাকীম, ৩:২০৭)

এ থেকে বুঝা যায়, শিশু মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে দেয়ার সময় তার বাবা-মা কেউ জীবিত ছিলেন না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, সে বছর বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মাঝে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। এ কারণে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম শিশু মারিয়ামকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন।

তবে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে নিজের দায়িত্বে নিতে যাকারিয়া অলাইহিস সালামকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

‘এটা গাইবের সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট ওহী পাঠাচ্ছি। আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল (এ ফায়সালা করার জন্য) যে, মারিয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল’। (সূরা আল- ইমরান, আয়াত:৪৪)

এর বিস্তারিত ঘটনা হল, ইকরীমা রা. বলেন, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের আম্মা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে কোলে নিয়ে কাহিন বিন হারুন ‘আলাইহিস সালামের বংশধরের কাছে গেলেন। তখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দায়িত্বে ছিলেন। ইমরান ‘আলাইহিস সালামের স্ত্রী হান্না তাদের বললেন, মান্নতকৃত এই শিশুটি আপনারা রাখুন। কারণ, আমি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করেছি। আর এই হল আমার মেয়ে। জানি, ঋতুমতী নারীরা গির্জায় প্রবেশ করে না, তবু আমি একে বাড়িতে ফিরিয়ে নিব না। তারা বললেন, এ তো আমাদের ইমাম সাহেবের মেয়ে, যিনি আমাদের জন্য উৎসর্গিত ছিলেন। (মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের বাবা ইমরান ‘আলাইহিস সালাম তাদের নামাযের ইমামতি করতেন।) সেসময় যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বললেন, একে আমার তত্ত্বাবধানে দাও। কারণ, আমার স্ত্রী এর খালা। তখন তারা বললেন, না, এতে আমরা সন্তুষ্ট নই। সে হল আমাদের ইমাম সাহেবের মেয়ে। আমরা তার তত্ত্বাবধান করবো। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, এ ব্যাপারে ভাগ্যপরীক্ষা করা হবে। এতে যার নাম আসবে, তিনিই হবেন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের তত্ত্বাবধায়ক। সেমতে তারা সকলে জর্ডান নদীর তীরে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা শুরু করলেন। ভাগ্যপরীক্ষার পদ্ধতি সাব্যস্ত হল, এতে

যারা অংশগ্রহণ করবেন, তারা সকলে নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করবেন। প্রবহমান পানিতে যার কলম ভেসে থাকবে, তিনিই হবেন মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক। কথামতো সকলেই নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের কলম ব্যতীত সবার কলম পানিতে ডুবে গেল। ফলে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত হলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসির, ২:৪৭)

বস্তুত ইমরান-কন্যার সৌভাগ্যই বলতে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামকে তার তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেন। এতে মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্য তাঁর থেকে কল্যাণ ও জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ তৈরি হয় এবং সুন্দর চরিত্র-মাধুর্য ও আমল-আখলাক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম ছিলেন মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের খালুজান। স্বভাবতই তিনি তার প্রতি স্নেহভাজন ছিলেন।

ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম ও 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম এর পারস্পরিক সম্পর্ক

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের আত্মীয়তার সম্পর্কের এ সূত্র ধরেই মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের ছেলে 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের ছেলে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামকে হাদীস শরীফে পরস্পর খালাতো ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত মালেক বিন আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে রাতে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রাত সম্বন্ধে তিনি সাহাবীদের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে উপরে আরোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছে জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে?

বললেন, জিবরাইল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাকে কি আহ্বান করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। এসব সওয়াল-জবাব শেষ হওয়ার পর দরজা খুলে দেওয়া হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে ইয়াহইয়া এবং ‘ঈসা আলাইহিমাস সালামকে দেখতে পান। তাঁরা পরস্পর খালাতো ভাই। জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, এঁরা হলেন ইয়াহইয়া ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম। তাদের সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তারা সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর বললেন, ধন্যবাদ হিতৈশী ভ্রাতা ও যোগ্যতম নবীকে। (বুখারী শরীফ, ২:১৬১, হাদীস: ৩৪৩০। باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا)

কুরআনে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা

আল্লাহ তা‘আলা সূরা মারিয়ামে হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ○ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۗ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ○ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ○

এটা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক তার বান্দা যাকারিয়ার ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহের বিবরণ। যখন তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দু‘আ করেছিলেন নিভৃতে; তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব, আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে। বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে। হে আমার প্রতিপালক, আপনার নিকট দু‘আ করে আমি

কখনো ব্যর্থ হইনি। আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্বন্ধে আমি আশঙ্কা করছি। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি নিজের পক্ষ হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক, তাকে করুন সন্তোষভাজন।

(আল্লাহ তা‘আলা বললেন,) হে যাকারিয়া, আমি আপনাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ‘ইয়াহইয়া’। এই নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করিনি। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত? তিনি বললেন, এভাবেই হবে। আপনার প্রতিপালক বলছেন, এটা আমার জন্য সহজ। আমি তো ইতোপূর্বে আপনাকে সৃষ্টি করেছি যখন আপনি কিছুই ছিলেন না। যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, আপনার নিদর্শন হল আপনি (সুস্থ থাকা সত্ত্বেও) তিনদিন কারো সাথে বাক্যালাপ করতে সক্ষম হবেন না।

অতঃপর তিনি কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এলেন এবং ইঙ্গিতে তাদের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ২-১১)

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম সন্তান লাভের আশায় নিজের বার্ধক্য ও বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর বলেন, আপনার কাছে আমি যতবারই প্রার্থনা করেছি, সব প্রার্থনাই আপনি কবুল করেছেন। আপনার কাছে আমি যা চেয়েছি, সে ব্যাপারে আমাকে নিরাশ করেননি।

সন্তান কামনায় যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর আরেকটি বিবরণ সূরা আল ইমরানেও বিবৃত হয়েছে। উক্ত দু‘আয় তিনি বলেন,

TOP

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

‘হে আমার প্রতিপালক, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ (সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ৩৮)

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম এই প্রার্থনা নির্জনে করতেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

যখন তিনি তার রব-পরওয়ারদিগারকে ডাকলেন চুপিসারে। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৩)

নির্জনে এই প্রার্থনা করার কারণ সম্পর্কে কোন কোন মুফাসসির বলেন, তিনি সংগোপনে এই প্রার্থনা করতেন, যাতে করে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাকে কেউ নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যা না দেয়। কেউ কেউ বলেন, নির্জনে প্রার্থনা করার কারণ হলো, নির্জনে প্রার্থনা আল্লাহ তা‘আলা বেশি পছন্দ করেন। যেমন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদা রহ. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা হৃদয়ের কথা জানেন এবং সুপ্ত ধ্বনি শোনতে পান।

আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের প্রার্থনা কবুল করলেন এবং ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সন্তান লাভের সুসংবাদ পাঠালেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম যখন আপন কক্ষে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া-এর জন্মের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি হবেন আল্লাহর প্রেরিত কালেমার সত্যায়নকারী, সরদার, সংযমশীল ও পুণ্যবান নবী। তখন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম সবিস্ময়ে বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কীভাবে, আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা! আল্লাহ তা‘আলা বললেন, এভাবেই আল্লাহ করেন, যা তার ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, হে আমার

প্রতিপালক, আমাকে একটি নিদর্শন দান করুন। আল্লাহ বললেন, আপনার নিদর্শন হল, তিনদিন আপনি ইঙ্গিত ছাড়া মানুষের সাথে কথা বলতে পারবেন না। (অর্থাৎ ঐ তিনদিন শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলবেন, মুখে কথা বলতে সক্ষম হবেন না।) আর আপনার প্রতিপালককে অধিকহারে স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।' (সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ৩৯-৪১)

দীন প্রচারে আল্লাহর নিকট সন্তান কামনা

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম স্বগোত্রীয়দের ব্যাপারে শঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পর তারা পাপ-পংকিলতায় জড়িয়ে পড়বে। ফলে আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তার ওফাতের পর সেই সন্তান নবী হয়ে নবুওয়্যাতের মাধ্যমে তাদের পরিচালিত করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা তার মনের বাসনা পূরণ করলেন।

যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম এজন্য শঙ্কা করেননি যে, তার মৃত্যুর পর তারা তার ত্যাজ্য সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। কারণ, প্রথমতঃ নবীগণের সম্পদে কোন ওয়ারিস নাই। তারা যা রেখে যান, তা সদকারূপে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা নবীগণ যা-কিছু রেখে যাই, তার কোন উত্তরাধিকারী হয় না। বরং তা সদকার মধ্যে গণ্য হয়। (বুখারী, ফরযুল খুমুস অধ্যায়)

দ্বিতীয়তঃ নবীগণ এ ধরনের পার্থিব ব্যাপার হতে অনেক ঊর্ধ্বে যে, তারা সম্পদের ভালোবাসায় এতটা মোহগ্রস্ত থাকবেন যে, নিজের মৃত্যুর পর স্বগোত্রীয় লোকদের দ্বারা তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়াকে পরশ্রীকাতরতার চোখে দেখবেন এবং সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করবেন, যাতে সে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মালিক হয়। তা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও তাঁর এ পরিমাণ সম্পদ ছিলনা, যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর গোত্রের লোকেরা লালসা

করবেন। কারণ, তিনি নিজ হাতে কাঠের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন। এ কাজ করে কতটুকুই বা সম্পদ জমা করা যায়!

সুতরাং আয়াতে বর্ণিত উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ হবে, তার মৃত্যুর পর নবুওয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়া। পরবর্তী বাক্য "এবং ইয়াকুব বংশধরের উত্তরাধিকারী হবে" এ কথাটিও উপর্যুক্ত অর্থেরই সমর্থন করে। নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُۥدَ

অর্থঃ সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম দাউদ 'আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী হলেন।

অর্থাৎ নবুওয়্যাতের ক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। অন্যথায় যদি এখানে সম্পদের উত্তরাধিকারের কথা বলা হত, তবে তাঁর ভাইদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে শুধু তাঁর কথা উল্লেখ করা হত না। কারণ, সব ধর্ম ও শরী'আতের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হল, স্বাভাবিকভাবেই সন্তান তার বাবার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। আলোচ্য আয়াতে যেহেতু নবুওয়্যাত প্রাপ্তির বিশেষ উত্তরাধিকারের কথা বুঝানো হয়েছে, সেজন্যই এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মুজাহিদ রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁর উত্তরাধিকার ছিল ইলমকেন্দ্রিক। তেমনি কাতাদা রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের উপর দয়া করুন, তাঁর মাল-সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। (তাফসীরে আব্দুর রাযযাক; ২: ৫/১৭৩৪)

বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানধারণ

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম স্বীয় স্ত্রীর বন্ধ্যা হওয়ার কথা উল্লেখ করে সন্তান লাভের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার খাস কুদরতী করুণা কামনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের স্ত্রী শুরু বয়সে বন্ধ্যা ছিলেন। এ কারণে তাঁর কোন সন্তানাদি

হত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করে তাঁর স্ত্রীকে সন্তান ধারণের যোগ্যতা দান করলেন।

এ বিষয়ে সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "স্মরণ করুন যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের কথা, যখন তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করে বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একা রাখবেন না। আপনি তো উত্তম ওয়ারিশ দানকারী। আমি তাঁর দু'আ কবুল করলাম এবং তাঁকে দান করলাম ইয়াহইয়াকে। আর তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতেন। তারা আমাকে ডাকতেন আশা ও ভয়ের সাথে এবং তারা ছিলেন আমার প্রতি বিনীত। (সূরা আম্বিয়া আয়াত: ৮৯-৯০)

আবদুল্লাহ বিন হাকিম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর রা. একবার আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাত পাঠ করার পর তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি। আপনারা আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করুন ভয়ের সাথে আগ্রহকে সংযোগ করে এবং যাঞ্চার সাথে আগ্রহ-মিনতিকে একত্র করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম ও তার পরিবার-পরিজনের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতেন, তারা আমাকে ডাকতেন আশা ও ভয়ের সাথে এবং তারা ছিলেন আমার নিকট বিনীত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; ৫/৩৮১)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলেন- এর ব্যাখ্যা হল, আগে তার ঋতুস্রাব হতো না। যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের প্রার্থনার পর তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। যার ফলে তিনি সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লাভ করেন। (আল বিদায়া; ২/৫২)

ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের জন্মলাভ

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর ফসলরূপে হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের কিছুদিন পূর্বে বর্তমান ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তখন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের বয়স হয়েছিল ১২০ বছর।

ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ২৮ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়্যাত লাভ করেন। আর ৩১ খ্রিস্টাব্দে দামেশক শহরে ইহুদীদের হাতে শহীদ হন।

পবিত্র কুরআনের চারটি সূরায় মোট পাঁচবার ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা এসেছে। সূরা মারিয়ামে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

অর্থঃ হে ইয়াহইয়া, কিতাবটি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন। আমি তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা। তিনি ছিলেন মুত্তাকী, পিতা-মাতার অনুগত এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য। তার প্রতি শান্তি, যেদিন তিনি জন্ম লাভ করেছেন, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবেন। (সূরা মারয়াম; আয়াত: ১২-১৫)

আল্লাহ তা‘আলা শৈশবেই তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং তাওরাত কিতাব ও শরী‘আতের জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। সাথে সাথে দান করেছিলেন ভালো কাজের রীতি-নীতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وآتيناه الحكم صبيا

অর্থ: আর আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞানবত্তা দান করেছিলাম।

উল্লেখ্য, "শৈশবেই জ্ঞানবত্তা" দানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, ইয়াহইয়া আ. কে শৈশবেই নবুওয়্যাত দান করা হয়েছিল। এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এখানে 'জ্ঞানবত্তা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,

اَتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أى: الفهم والعلم والجد والعزم، والإقبال على الخير، والإكباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغير حدث [السن]

অর্থ: আয়াতে 'জ্ঞানবত্তা' দ্বারা (নবুওয়্যাত উদ্দেশ্য নয়; বরং) উদ্দেশ্য হল, (সাধারণ) প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুঝ ও ভালো কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা মারয়াম; ১২)

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী রহ. তার (কাসাসুল কুরআন ২/৬২২) গ্রন্থে 'জ্ঞানবত্তা' দ্বারা 'নবুওয়্যাত' উদ্দেশ্য না হওয়ার কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন।

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় হযরত ইয়াহইয়া আ. কর্তৃক আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাইলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সমবেত করে দাওয়াত প্রদান করার আলোচনা এসেছে। (হাদীস নং- ১৭১৭০)

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের উত্তম গুণাবলী আলোচনা করার পর বলেন, তাঁর প্রতি শান্তি, যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন। এ প্রসঙ্গে সুফিয়ান বিন উওয়াইনা রহ. বলেন, তিন ক্ষেত্রে মানুষ সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গতা অনুভব করে।

১. যেদিন সে ভূমিষ্ঠ হয়। এ সময়ে সে নতুন পৃথিবীতে এসে একাকিত্ব অনুভব করে।

২. যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন সে এমন কিছু লোককে দেখে, যাদের সে জীবনে কোনদিন দেখেনি।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৩. যেদিন সে পুনরুত্থিত হবে, সেদিন সে অসংখ্য মানুষের সমাবেশে নিজেকে দেখে একাকিত্ববোধ করবে।

আল্লাহ তা'আলা এ সকল দিনে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ করার ঘোষণা দিয়েছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; ৫/২২৪- ২২৫)

ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের বিশেষত্ব

ইয়াহইয়া (يحيى) শব্দের উৎপত্তি হায়াত (حياة) শব্দ থেকে, যার অর্থ জীবন। তাকে 'ইয়াহইয়া' নামকরণের কারণ হলো, আল্লাহ তার মাধ্যমে জীবন দান করবেন। (কুরতুবী: ৪/৭৭)

এই আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের চারটি বিশেষ গুণের কথা বলা হয়েছে।

তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত কালেমার সত্যায়নকারী হবেন। হযরত হাসান বসরী রহ., কাতাদা রহ. প্রমুখ তাবেয়ী বলেন, এখানে 'আল্লাহর প্রেরিত কালেমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের সত্যায়নকারী হবেন। হযরত রবি ইবনে আনাস রহ. বলেন, হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে নবী হিসেবে সমর্থন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম ও 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম পরস্পরে খালাতো ভাই ছিলেন। ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের আম্মা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামকে বলতেন, আমার অনুভূত হচ্ছে, আমার উদরস্থ সত্তাটি তোমার উদরস্থ সত্তাটিকে সিজদা করছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের সত্যায়নকারী হওয়ার বিষয়টি এভাবে হয়েছে যে, তিনি আপন মাতৃগর্ভ থেকেই 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে নবী

হিসেবে সত্যায়ন করেছেন, যদিও তখন ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মই হয়নি। কারণ, ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম বয়সে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের চেয়ে বড় ছিলেন।

গর্ভের শিশুর সিজদাপ্রদান

তৎকালীন শরী‘আতে সালাম দেওয়ার রীতি হিসেবে সিজদা করার বিধান ছিল। যেমন, ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামকে তার বাবা-মা ও ভাইয়েরা সিজদা করেছিলেন। তেমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রীতি আমাদের শরী‘আতে বৈধ নয়। আমাদের শরী‘আতে সিজদা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য খাস।

শায়েখ আহমদ শাকের রহ. বলেন, মাতৃগর্ভে থেকে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা করার অর্থ হল, শ্রদ্ধাশীল সমর্থনকারীরূপে তিনি তার সামনে অবনমিত হয়েছেন।

মালেক বিন আনাস রহ. এ সিজদা করার ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, এতে করে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের উপর ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সরদার হবেন। হযরত সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেন, এর অর্থ হল, তিনি আলেম ও ফকীহ হবেন।

ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সংযমী হবেন। ইবনে কাসীর রহ. ‘আশ-শিফা’ গ্রন্থ থেকে কাজী ইয়াজ রহ. এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, “জেনে রাখা আবশ্যক, ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের প্রশংসায় আল্লাহ তা‘আলা ‘সংযমী হবেন’ বলে যে গুণ উল্লেখ করেছেন, কেউ এর অর্থ করেছেন স্বভাব ভীতু। কেউ করেছেন পৌরুষহীন। বস্তুত এর অর্থ এমনটি নয়। কারণ,

প্রবীণ মুফাসসির আলেমগণ এ অর্থ গ্রহণ করেননি। তারা বলেন, পৌরুষহীনতা ও স্বভাবভীরুতা হল খুঁত ও ত্রুটিবাচক শব্দ, যা নবীদের ক্ষেত্রে বেমানান। মূলত এর অর্থ হল, তিনি নিষ্কলুষ ও পঙ্কিলতামুক্ত হবেন। তিনি এসব হতে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিবেন। কেউ এর অর্থ করেছেন, তিনি কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে সংযত রাখবেন। কেউ বলেছেন, তার কোন রকমের নারী আসক্তি হবে না। এতে প্রমাণিত হয়, বিবাহে অক্ষম হওয়ার বিষয়টি শারীরিক অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক আর বিবাহে সক্ষম হয়েও পৌরুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সেটা কামালাতের প্রমাণ বহন করে।”

কাজী ইয়াজের আলোচনা শেষে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, ‘সংযমী ও নারীদের প্রতি বিরাগী হবেন’ বলে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের বিশেষ গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নারীর সংস্পর্শে সক্ষম হবেন না। বরং এর অর্থ হলো, তিনি অশ্লীলতা ও পংকিলতা হতে নিরাপদ থাকবেন। আর এটা বিবাহ-সংসার ও সন্তান জন্মদানের অন্তরায় নয়।

বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিবাহ করতে এবং বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় এবং তা আল্লাহ তা‘আলার বিধান পালনে বাধার কারণ না হয়, তার জন্য বিবাহ ও সংসার যাপন বড় মর্যাদার বিষয়। এটাই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা। বিবাহ তাঁর জীবনে মহান প্রতিপালকের ইবাদত পালনে অন্তরায় হতে পারেনি। বরং এতে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি স্ত্রীদের সতীত্ব রক্ষা করেছেন, তাদের অধিকার আদায় করেছেন, তাদের জন্য উপার্জন করেছেন, আর বিশেষত তাদের ধর্মীয় পথনির্দেশনা দান করেছেন। সুতরাং বিবাহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বিবাহ করা আমার সুন্নত।’ (স্বীয় সুন্নাত সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক বর্ণনায় বলেছেন,) যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার উম্মত নয়।’

যদিও বিবাহ করাটা সাধারণ মানুষের নিকট পার্থিব বিষয় বলে বিবেচিত, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক সংসারজীবন নিছক পার্থিব কোন বিষয় নয়, সংসারজীবন দীনের চাহিদা পূরণেরই অংশ। বিবাহ ও সংসারজীবনের সাথে সংযমের কোন বিরোধ নেই। তাই এক্ষেত্রে বিবাহের সাথেই সংযম অবলম্বন জরুরী।

সুতরাং ইসলামের চাহিদা হল, সংসারবিহীন বৈরাগী হয়ে থাকবে না। বরং বিবাহ ও ঘর-সংসার করার সাথে সাথে নিজেকে যাবতীয় পঙ্কিলতা ও নাজায়েয কর্ম থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে যথাযথভাবে নিয়োজিত রাখবে।

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ গুণ বলা হয়েছে, ‘তিনি পুণ্যবান নবী হবেন।’ বস্তুত সকল নবীই পুণ্যবান ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ মাসুম বা নিষ্পাপ। তারাই সর্বপ্রথম ও পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর দীন পালনকারী। আর নবুওয়্যাতের বিষয়টি যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে মনোনয়নের বিষয়। তাই নবীগণ দুনিয়াতে জন্মই গ্রহণ করেন নবী হওয়ার মহান গুণ নিয়ে। কিন্ত পৃথীবির মানুষ তা জানতে পারে নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর।

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল, আল্লাহ তা‘আলা হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামকে তাঁর সন্তান জন্মের পূর্বে, এমনকি মায়ের গর্ভে আসার পূর্বেই সন্তানের নাম ইয়াহইয়া হওয়া এবং তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটাই ছিলো হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য।

ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আল্লাহভীতি

হযরত হারিস আশআরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে পাঁচটি বাক্যের উপর আমল করতে বলেছেন এবং বনী ইসরাইলকে আমল করার জন্য নির্দেশ দিতে বলেছেন। এ ব্যাপারে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের বিলম্ব হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। তখন ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, আপনাকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পাঁচটি বিষয়ের উপর আপনি নিজে আমল করবেন এবং বনী ইসরাইলকে আমল করার নির্দেশ দিবেন। হয় ব্যাপারটি আপনি বনী ইসরাইলকে জানান নতুবা আমি জানিয়ে দিই। ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি যদি এক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী হন, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে শাস্তি দিবেন অথবা মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন। এরপর ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্র করলেন। ফলে মসজিদটি কানায় কানায় ভরে গেল।

তখন ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম মিম্বরে গিয়ে বসলেন এবং আল্লাহ তা‘আলার গুণ-প্রশংসা করে বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপনাদের আমল করার জন্য নির্দেশ দিতে বলেছেন।

১. আপনারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করুন এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবেন না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করে তার সাথে কোন কিছু শরীক করার উপমা ঐ ব্যক্তির মতো, যে নিরেট স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা একটা দাস ক্রয় করল আর এই দাস কাজ করে যা উপার্জন করে, তা নিজের মনিবকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেয়। আপনাদের কেউ কি চান তার দাস এমন হোক? নিশ্চয় চান না। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আপনাদের

আহার যোগান; সুতরাং তাঁর ইবাদত করুন এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেন না।

২. আমি আপনাদের নামাযের নির্দেশ দিচ্ছি। আর তা মনযোগ দিয়ে পড়ার জন্য বলছি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার নামাযরত বান্দার প্রতি মনোযোগী হন, যতক্ষণ সে নামায থেকে অন্যদিকে অমনোযোগী না হয়। সুতরাং যখন আপনারা নামায পড়বেন, তখন অমনোযোগী হবেন না।

৩. আমি আপনাদের রোযার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এর উদাহরণ হলো, একব্যক্তি এক জনসমাগমের মাঝে রয়েছে। তার কাছে মিশক আম্বরের একটি থলে আছে। আশপাশের সকলেই সেই মিশকের ঘ্রাণ পাচ্ছে। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশক-আম্বরের ঘ্রাণের চেয়েও বেশি সুগন্ধময়।

৪. আমি আপনাদের দান-সদকার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এর উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মতো, যাকে শত্রুবাহিনী আটক করে নিয়ে গেল এবং তার হাত ঘাড়ের সাথে মিলিয়ে বেঁধে ফেলল। অতঃপর তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন সে বললো, আমি কি আপনাদের হাত থেকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেতে পারি? এই প্রস্তাবে তারা রাজি হয়ে গেল। ফলে সে তাদের মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল। (অনুরূপ দান-খয়রাত মানুষকে জাহান্নাম ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেয়)।

৫. আমি আপনাদের বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির করার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এর উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রুবাহিনী পিছু ধাওয়া করেছে আর সে সুদৃঢ় এক কেল্লায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। বস্তুত বান্দা শয়তানের ফাঁদ হতে সবচাইতে বেশি নিরাপদ থাকে তখন, যখন সে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম এই বয়ান করে মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন।

এই হাদীস বর্ণনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

১. মুসলিমদের দলবদ্ধ হয়ে থাকা।
২. দীনের নেতার হুকুম মনযোগ দিয়ে শোনা।
৩. দীনের নেতার হুকুম মানা।
৪. দীনের জন্য হিজরত করা।
৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

কারণ, যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে দাঁড়াল (অর্থাৎ ইসলামী আকীদার মধ্যে সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন ঘটাল), সে তার গর্দান হতে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেললো। তবে যদি সে পুনরায় মুসলিমদের জামাতে ফিরে আসে (অর্থাৎ ঈমান-আকীদা ঠিক করে) তাহলে তার কথা ভিন্ন। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের মতো কোন কথার দিকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল, সে নামায-রোযা আদায় করলেও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে নামায-রোযা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।

আর তোমরা মুসলিমদের তাদের নাম ধরে আহ্বান করো, আল্লাহ তা‘আলা যে নামে তাদের নামকরণ করেছেন আর সেটা হলো ‘আল্লাহর বান্দা’।

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ওফাত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের ওফাতের ব্যাপারে সহীহ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সে কারণে তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল নাকি তিনি শহীদ হয়েছিলেন, তা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না। আর ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সহীহ সনদে শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে অবাধ্য সম্প্রদায় বনী ইসরাইল অন্যান্য অনেক নবীর মত তাকেও শহীদ করে দিয়েছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে শহীদ হন।

হযরত সায়িদ বিন মুসাইয়িব রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাদশা বখতেনসর যখন দামেশকে আসেন, তখন সেখানে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের রক্ত টগবগ করতে দেখে লোকদের এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। স্থানীয় লোকেরা সব ঘটনা খুলে বলে। ঘটনা শুনে বখতেনসর (পেরিচাদ নেজার) এর বদলা নিতে সত্তরহাজার ইহুদীকে হত্যা করেন। এতে করে সেই রক্তের টগবগে ভাব থেমে যায়। এ বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকু বুঝা যায় যে, হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে বনী ইসরাইল দামেশকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শহীদ হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ কোন সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে ভিত্তিহীন বর্ণনা

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে বিভিন্ন ঘটনা জনমুখে প্রচলিত আছে। যেগুলো আম্বিয়ায়ে কিরামের শানবিরোধী ও বেয়াদবীমূলক। এর মধ্যে কিছু তো একেবারেই সনদবিহীন বানোয়াট, কিছু বর্ণনার সনদ হাদীস বিশারদদের মতে অগ্রহণযোগ্য। আবার কিছু ঘটনা পাওয়া যায় এমন সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইসলামের মৌলিক রুচির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য।

সচেতন পাঠক যেন এসব ভিত্তিহীন ঘটনা বর্ণনা ও বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতে পারেন সেজন্য এখানে এ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ বর্ণনা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উল্লেখ করে তার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত সে বর্ণনাটির প্রথম অংশে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়ার ঘটনা এবং দ্বিতীয় অংশে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের শাহাদাতের কথা বলা হয়েছে।

ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রথম অংশ: ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ

মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামকে আসমানে দেখতে পেয়ে সালাম দিলেন এবং বললেন, ‘হে আবু ইয়াহইয়া, আপনার হত্যাকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন, সেটা কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাইল সম্প্রদায় আপনাকে কেন হত্যা করেছিল?’ তখন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বললেন, ‘হে মুহাম্মদ, আমি আপনাকে সব বলছি, আমার পুত্র ইয়াহইয়া ছিল সে যুগের সবচাইতে ভালো ছেলে এবং অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। আর সে ছিল আল্লাহর বাণী, সরদার ও সংযমশীলতার বাস্তব নমুনা। তার ভিতরে কোন নারীর প্রতি কোনরূপ মোহ ছিল না। কিন্তু একসময় বনী ইসরাইলের রাণী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। রাণী ছিল চরিত্রহীন। সে ইয়াহইয়ার কাছে তার আসক্তির কথা জানিয়ে দূত পাঠায়। আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়াকে নিরাপদে রাখেন। ফলে সে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাণী ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ইয়াহইয়াকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

বনী ইসরাইলের মাঝে প্রতিবছর একটা উৎসব পালিত হত। সেই উৎসবে সবাই জমা হতো। আর রাজার একটা নীতি ছিল, সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো না এবং মিথ্যা বলতো না।

রাজা উৎসবের দিন উৎসবে যোগদানের জন্য বের হলো। রাণী রাজাকে বিদায় জানানোর জন্য তার সাথে বেরিয়ে এলো। এতে রাজা খুব খুশি হলো। অথচ ইতোপূর্বে রাণী এমনটি করতো না। যখন রাণী

রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো, তখন রাজা বললো, আমি তোমার এ কাজে সন্তুষ্ট হলাম। কাজেই তুমি যা চাইবে, আমি তা-ই দেবো। রাণী বললো, আমি যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহইয়ার রক্ত চাই। রাজা বললো, তুমি এ ছাড়া অন্যকিছু চাও। রাণী বললো, না, আমি এটাই চাই। রাজা বললো, আচ্ছা, তা-ই তোমাকে দেবো।

তখন রাজা তার বাহিনী পাঠিয়ে দিল ইয়াহইয়াকে হত্যা করার জন্য। ইয়াহইয়া তার কক্ষে নামায আদায় করছিলেন। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলাম। তারা তাকে জবাই করে একটি পাত্রে তার ছিন্ন মস্তক ও রক্ত রাণীর কাছে নিয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আপনার ধৈর্যের সীমানা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল? যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আমি নামাযে মশগুল ছিলাম। এই অবস্থায় কোনদিকে এতটুকু ফিরে তাকাইনি।

ভিত্তিহীন বর্ণনার দ্বিতীয় অংশ: যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ

এরপর যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বলেন, এই অন্যায় ও জুলুমের কারণে ঐদিন সন্ধ্যাবেলা আল্লাহ তা‘আলা রাজা, তার পরিবার-পরিজন ও অনুচরবর্গ সবাইকে মাটিতে ধসিয়ে দেন। তখন ভোরবেলা বনী ইসরাইল বললো, যাকারিয়ার প্রভু যাকারিয়ার কারণে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এসো, আমরা আমাদের বাদশার জন্য ক্রোধান্বিত হই। প্রতিশোধ স্বরূপ আমরা যাকারিয়াকে হত্যা করবো। তখন তারা আমাকে হত্যা করার জন্য আমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে একজন সংবাদবাহক এসে এই ভীতিকর অবস্থার কথা আমাকে জানালো। আমি বনী ইসরাইলের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সরে পড়তে লাগলাম। কিন্তু ইবলীস শয়তান তাদের সম্মুখে আমার সন্ধান বলে দিলো। তখন তারা আমার পিছু নিলো।

সেসময় আমার আশঙ্কা হলো, পালিয়ে তাদের চোখের আড়াল হওয়া সম্ভব না। তবু যেতে লাগলাম। তখন হঠাৎ আমার সামনে একটি বৃক্ষ পড়লো। বৃক্ষটি আমাকে ডেকে বললো, 'আমার ভিতরে আসুন। আমার ভিতরে আসুন'। এই বলে বৃক্ষটি আমার জন্য বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি তড়িঘড়ি করে তার ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

এদিকে ইবলীস দৌড়ে এসে আমার চাদরের একটা অংশ ধরে ফেললো। তখন বৃক্ষটি সাথে সাথে মিলে গেলো, কিন্তু আমার চাদরের কোনাটি গাছের বাইরে বের হয়ে রইলো।

বনী ইসরাইল গাছটির কাছে এলে শয়তান তাদের বললো, তোমরা কি তাকে দেখোনি? সে তো যাদুবলে এই বৃক্ষের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এই দেখো, তার চাদরের কোনা বের হয়ে আছে।

তারা তা দেখে বললো, গাছটিকে আমরা জ্বালিয়ে দেবো। ইবলীস বললো, আরে, গাছটিকে করাত দিয়ে চিরে ফেলো। শেষে করাত দিয়ে গাছের সাথে আমাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি কি কোন আঘাত বা ব্যথা পাননি? তিনি বললেন, না, বরং গাছটি ব্যথা পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রাণ তার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।

এই বর্ণনাটি ইবনে আসাকির রহ. 'তারীখু মাদীনাতি দিমাশক' - এ উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনার সনদে একজন রাবী রয়েছেন, যার নাম ইসহাক বিন বিশর। যাকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম

كذاب وضاع متروك এবং

ইত্যাদি শব্দে বিশেষায়িত করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. উক্ত হাদীসকে নিতান্ত দুর্লভ উপস্থাপনা ও বিরল হাদীস হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

তারীখে দিমাশকে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের ঘটনাটি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সনদও (বর্ণনাসুত্র) নির্ভর করার মত নয়।

মোটকথা, প্রথম বর্ণনার দিকে লক্ষ করলে ঘটনাদুটো সম্পূর্ণ বানোয়াট। আর ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর বর্ণনার দিকে লক্ষ করলে প্রথমত তারা এগুলো বলেছেন কি না, তাই নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয়ত এগুলো তাদের বক্তব্য হিসেবে প্রমাণিত হলেও এক্ষেত্রে তাদের উৎস হলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। আলোচ্য ঘটনায় সে বক্তব্য কুরআন-হাদীসের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ কারণেই ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন যে, ‘এ বর্ণনায় এমন সব বিষয় রয়েছে যা সর্ববস্থায় পরিত্যাজ্য’।

কখনো কখনো এই কাহিনীকে আরো মারাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়। বলা হয়, ‘আল্লাহর পরিবর্তে গাছের কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামকে এই শাস্তি দিয়েছিলেন’।

দেখুন, একেতো বানোয়াট ও পরিত্যাজ্য একটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। তার উপর আবার সে ঘটনার কারণ খুঁজে বের একজন নবীর উপর তা আরোপ করা হচ্ছে। অথচ এ অংশের অবস্থা আরো বেহাল। কোন ইসরাঈলী রেওয়ায়েতেও একথা খুঁজে পাওয়া যায় না।

নবী-রাসূলগণের শানে এধরনের অভিযোগ আরোপ করা চরম পর্যায়ের ধৃষ্টতা। এ ধরনের আপত্তিকর কথা বিশ্বাস করা, বর্ণনা করা সবকিছু থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে শিক্ষা

মূলত পবিত্র কুরআনে নবীগণের ঘটনা বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হলো, মানবজাতিকে জরুরী বিষয়াদি শিক্ষাদান করা। যার কারণে হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম ব্যতীত অন্য কোনো নবী-রাসুলের পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক জীবনী পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়নি। বরং তাদের জীবনের শিক্ষণীয় খণ্ড খণ্ড অংশ বিভিন্ন জায়গায় বিবৃত হয়েছে।

সেই নিরিখে হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জীবনের শিক্ষণীয় অংশগুলো কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহান দুই নবীর জীবনী থেকে আমাদের অর্জন করতে হবে, ইবাদত-মুজাহাদা, কুরিপু দমন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের শিক্ষা। সেই সাথে বাতিলের সামনে মাথা নত না করে আল্লাহ তা‘আলার বিধান পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জীবনচরিত

ইতোপূর্বে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্মপরবর্তী কিছু ঘটনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। এখন তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

আল্লাহ তা‘আলা আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত চিন্তা

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানের ৮৩টি আয়াত খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। তাদের দাবি ছিল, আল্লাহ তা'আলা সন্তান ধারণ করেছেন এবং 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব হতে পবিত্র। 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

একবার নাজরান এলাকা হতে একটি খ্রিস্টান-প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সাক্ষাতের জন্য এলো এবং এক পর্যায়ে তারা ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিলো। তারা বললো, আল্লাহ তা'আলা হলেন তিন স্রষ্টা এক। তাদের বিশ্বাসমতে তিন স্রষ্টা হলেন, (১) পবিত্র সত্তা, (২) 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও (৩) মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম। খ্রিস্টান-প্রতিনিধিদলের এই ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যানের নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানের শুরুর আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার একজন অনুগত বান্দা ও রাসূল বৈ কিছু নন। তাঁকে তিনি নিজ হুকুমের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং পিতা ছাড়া মাতৃগর্ভে কুদরতীভাবে তাঁর আকৃতি দান করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে তাঁর সৃষ্টি তেমনভাবেই হয়েছে। তবে এখানে শুধু উপায় গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা হয়েছে।

বাহ্যিক উপায় গ্রহণ ছাড়া মানুষের সৃষ্টি এই প্রথম নয়। মানবজন্মের শুরুই তো হয়েছে এভাবে। হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা মাতা ও পিতা ছাড়া সম্পূর্ণ কুদরতীভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।

অতএব, বাহ্যিক উপায় গ্রহণ ব্যতিত কেউ জন্ম নিলেই যদি কাউকে আল্লাহর পুত্র বলা যুক্তিসঙ্গত হতো, তবে আদম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান হিসেবে দাবি করা বেশি যৌক্তিক হতো। অথচ ইতোপূর্বে কেউ এমন দাবি তোলেনি। সুতরাং শুধু পিতা ছাড়া

জন্ম নেয়ার কারণে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র দাবি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনামতেও জন্ম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আদম ‘আলাইহিস সালামের সাথে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

আল্লাহ তা‘আলার নিকট ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত আদম ‘আলাইহিস সালামের সদৃশ। আল্লাহ তা‘আলা (মা-বাবার অনুষঙ্গ ছাড়াই) মাটি থেকে আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শুধু বলেছেন, হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশ তো চোখের পলকে একটি কথায় নিষ্পন্ন হয়ে যায়।

বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা মানবসৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের জানামতে এ পর্যন্ত চারটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। এর মধ্যে একটি তো মা-বাবার যৌথ মিলন প্রক্রিয়া। যেটি সর্বজনবিদিত সাধারণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটিকে আল্লাহ তা‘আলা মানব ও সকল প্রাণীজগতের জন্য স্বভাবজাত করে দিয়েছেন।

বাকী তিনটি প্রক্রিয়া আল্লাহ তা‘আলার জন্য সহজাত হলেও মানুষের দুর্বল মেধার কাছে সেগুলো অলৌকিক। সেই প্রক্রিয়াগুলো এই,

১. আদম ‘আলাইহিস সালামকে নিছক মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে মা-বাবার কোন উপায় ব্যবহার করেননি।

২. হাউওয়া আলাইহাস সালামকে আদম ‘আলাইহিস সালাম হতে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে মাতৃত্বের কোন উপায় ব্যবহৃত হয়নি।

৩. ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে শুধু মাতৃত্বের উপায় ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে পিতৃত্বের কোন অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়নি।

মানবসৃষ্টির এই চারটি ধাপ আল্লাহ তা‘আলার অসীম শক্তি ও মহান ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রথমত হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তার প্রবর্তিত শরী‘আতের অনুসারী ও অনুগতদের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর বিশেষভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বংশধরদের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম ও ইসহাক ‘আলাইহিস সালামের বংশধরও এর আওতাভুক্ত। এরপর পবিত্র এই পরিবারের বর্ধিত অংশের কথা আলোচনা করেছেন, তারা হলেন ইমরান ‘আলাইহিস সালামের বংশধর। এই বংশেই হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মাতা হযরত মারিয়াম ‘আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন। এসব আয়াতে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জননী মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের ঈষৎ জন্মবৃত্তান্ত ও কিছু জীবনাচারও তুলে ধরা হয়েছে।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের পিতা ছিলেন হযরত ইমরান ‘আলাইহিস সালাম। কারো কারো মতে হযরত ইমরান ‘আলাইহিস সালামের পিতার নাম বাশিম। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে আসাকিরের মতে, তার পিতার নাম মাসান। তবে তিনি যে দাউদ ‘আলাইহিস সালামের বংশধর, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

হযরত ইমরান ‘আলাইহিস সালাম তৎকালীন সময়ে একজন খ্যাতিমান ইমাম ছিলেন। মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের মাতা হান্না আলাইহাস সালাম ছিলেন একজন মহীয়সী ও ধর্মপ্রাণ নারী। হান্না ইবরানী শব্দ। সিরিয়ায় ‘হান্না মঠ’ নামে একটি প্রসিদ্ধ মঠ রয়েছে। হান্না আলাইহাস সালামের কবর দামেশক শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্ম ও তার মায়ের মান্নত

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের মা হান্নার সন্তান হত না। একবার তিনি দেখলেন, একটা পাখি স্বীয় বাচ্চার মুখে আহার তুলে দিচ্ছে। মমতা-মধুর এই দৃশ্য দেখে তার মনে সন্তান লাভের ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি আল্লাহর নামে মানত করেন, যদি তার গর্ভে সন্তান আসে তা হলে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করবেন।

বর্ণিত আছে, মানত করার সাথে সাথেই হান্না আলাইহাস সালামের মাসিক শুরু হয়। যখন তিনি পবিত্র হন, তখন স্বামীর সাথে তার সহবাস যাপন হয়। এতে হান্না আলাইহাস সালাম অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যান। এটা বুঝতে পেরে তিনি সানন্দে বলে উঠলেন,

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

হে প্রতিপালক-রব, আমার গর্ভস্থ সন্তানটি আপনার নামে উৎসর্গ করে দিলাম। সুতরাং আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

তখনকার সামাজিক রীতি হিসেবে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য কোন নারী সেবিকা গৃহীত হত না। শুধু পুরুষরাই এর জন্য নিয়োগ পেত। কিন্তু সে সময়ে দেশীয় নিয়ম-নীতির ব্যাপারটি হান্না আলাইহাস সালামের খেয়ালে ছিল না। সে জন্য তিনি তার গর্ভের সন্তান পুত্র হবে নাকি কন্যা তা নিশ্চিত না হয়েই মান্নত করে ফেলেছেন।

যখন হান্না আলাইহাস সালামের মান্নত করার ব্যাপারটি তার স্বামী ইমরান ‘আলাইহিস সালাম জানতে পারলেন, তখন তিনি ভাবলেন, যেহেতু মান্নত করা হয়ে গেছে সেহেতু মান্নত তো অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু তার এ আশঙ্কাও হল, যদি কন্যা সন্তান হয়, তখন কীভাবে মান্নত পূর্ণ করা হবে?

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অবশেষে তাঁর আশঙ্কাই বাস্তবায়িত হল। হান্না আলাইহাস সালাম যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন দেখলেন, তিনি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ করেছেন। কন্যাসন্তানকে বায়তুল মুকাদ্দাসে উৎসর্গ করার বিষয়ে হান্না আলাইহাস সালামও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন,

رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰی

হে আমার প্রতিপালক, আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি।

তাঁকে সান্তনাবাণী শুনিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی

সে কী সন্তান প্রসব করেছে, এটা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন। আর প্রার্থিত পুত্রসন্তান এই কন্যা সন্তানের মতো নয়। (তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও আমল-আখলাকে ছেলেদের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান করা হয়েছে।)

এরপর হান্না আলাইহাস সালাম বললেন,

وَاِنِّیْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّیْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

আমি তার নাম মারিয়াম রাখলাম। আর আমি তাকে ও তার বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষায় আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

'মারিয়াম' মূলত সেমিটিক শব্দ। এর অর্থ প্রভুর সেবিকা, ইবাদতকারিণী। কেউ কেউ বলেন, মারিয়াম প্রাচীন সিরীয় শব্দ। এর অর্থ সেবিকা।

সুন্দর এই নামটি রেখে হান্না আলাইহাস সালাম মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্য কল্যাণ লাভ, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এবং তাঁর প্রতি সমর্পিত হওয়ার তাওফীক কামনা করে শয়তান থেকে রক্ষায় তাকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সোপর্দ করেন। যাতে সে পুণ্যবতী হয় এবং তার কার্যপ্রণালী তার নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

মারিয়াম ও মেরী নাম রাখা সম্পর্কে জরুরী কথা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মা মারিয়ামের আগে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোনের নাম ছিল মারিয়াম এবং পিতার নাম ছিল ইমরান। স্বভাবত মানুষ নবী ও সৎলোকদের নামকে বরকতময় মনে করে। তাই বনী ইসরাইলের মাঝে ইমরান ও মারিয়াম নাম দুটি বরকতপূর্ণ নাম হিসেবে পরিগণিত হয় এবং অনেকেই এই দুই নামে সন্তানদের নাম রাখে। মুসলিমসমাজেও বর্তমানে এধারাটি প্রচলিত আছে। সেই হিসেবেই ইমরান ‘আলাইহিস সালামের সহধর্মিণী তার সন্তানের নাম মারিয়াম রাখেন।

ইউরোপ-আমেরিকায় মারিয়াম নামের বিবর্তিত রূপ হল মেরী, যা সেখানে জনপ্রিয় নাম হিসেবে বহুলপ্রচলিত। তিক্ত হলেও সত্য, ইংরেজদের অনুকরণে মারিয়াম শব্দের বিকৃত রূপটি ইদানীং আমাদের মুসলিমসমাজেও প্রিয় নামের তালিকায় স্থান পেতে শুরু করেছে। ফলে বহু মুসলিমপরিবারে তাদের কন্যা শিশুদের নাম রাখছে মেরী।

অথচ একদিকে এটা একটা শুদ্ধ সুন্দর পবিত্র নামের বিকৃত রূপ। অন্যদিকে এটা বিধর্মী খ্রিস্টানদের ব্যবহৃত একান্ত একটি শব্দ, যা তাদের কৃষ্টি-কালচারের সাথে একাকার হয়ে আছে। সুতরা মুসলমানদের জন্য এই নামের ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয়।

জন্মের দিন সন্তানের নাম রাখা প্রসঙ্গে

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ

আয়াতাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জন্মদিনে সন্তানের নাম রাখা যায়। তেমনি হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করলে তিনি বলেন,

وُلِدَ لِیَ اللَّیْلَةَ وَلَدٌ سَمَّیْتُه بِاسْمِ اَبِیْ اِبْرَاهِیْمَ

আজ রাতে আমার একটি সন্তান হয়েছে। আমি আমার পিতা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নামে তার নামকরণ করেছি।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আনাস বিন মালিক রা.-এর ভাই যেদিন জন্মগ্রহণ করে, সেদিন তিনি তার শিশু ভাইকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সামান্য খেজুর চিবিয়ে শিশুটির মুখে তুলে দেন এবং তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে হুকুম হলো, জন্মের দিনই নাম রেখে ফেলা। কিন্তু এ ব্যাপারে অন্যরকম বর্ণনাও এসেছে। যেখান থেকে সপ্তম দিনে নবজাতকের নাম রাখার কথা বুঝা যায়। বিশুদ্ধ সূত্রে সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘প্রতিটি শিশু তার আকীকার হাতকড়ায় বন্দি। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবাই করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে, আর তার মাথা মুন্ডানো হবে’।

এই দুই ধরনের হাদীসের মাঝে সমন্বয়ের যথার্থ ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি নিজ সন্তানের আকীকা কোন কারণে বিলম্বে করতে চায়, সে যেন নবজাতকের নাম রাখতে দেরি না করে। বরং যেদিন শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবে, সেদিনই তার নাম রেখে দেয়। যেমনটি নবীপুত্র ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা, ইবরাহীম বিন আবু মুসা এবং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে; জন্মদিনেই তাদের সবার নাম রাখা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আপন সন্তানের নামে অবিলম্বে আকীকা করতে ইচ্ছুক, সে সপ্তম দিনে তার সন্তানের নাম রাখবে এবং আকীকা করবে।

এটি একটি চমৎকার সমন্বয়। ইমাম বুখারী রহ. ‘যে নবজাতকের আকীকা করা হবে না তার নামকরণ’ শিরোনামে এ সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো এনে এই সমন্বয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উক্ত আয়াত দ্বারা নামকরণের সাথে সাথে এটাও জানা গিয়েছে, হান্না আলাইহাস সালাম নবজাতক মারিয়ামের নামকরণের সাথে সাথে তাকে ও তার বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সোপর্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার এই নিবেদন কবুল করেন এবং মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে শয়তানের সবধরনের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক আদম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে। শয়তানের এই স্পর্শের কারণেই নবজাতক শিশু সজোরে কেঁদে উঠে। তবে শুধু মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম এর ব্যতিক্রম। (শয়তান তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।) অতঃপর আবু হুরায়রা রা. এই আয়াত পাঠ করেন,

وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি তাকে ও তার বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষায় আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটি ইরশাদ করে উক্ত আয়াত পাঠ করেন।

হাদীসের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কেউ যদি নিজের সন্তানকে শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি পাঠ করে, তবে আশা করা যায়, সে সন্তান শয়তানের যাবতীয় অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ সম্পর্কে কিছু কথা

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা রোগ-ব্যাধি দেয়ার পাশাপাশি তা নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু ব্যবস্থা আছে প্রত্যক্ষ।

যেমন, কালোজিরা, মধু ইত্যাদি এবং বিভিন্নভাবে প্রস্তুতকৃত নানারকম ঔষধ। আবার কিছু ব্যবস্থা আছে পরোক্ষ। যেমন, রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত দু'আ-দরূদ।

রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে এসব উপায়-উপকরণ গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং হাদীসের ভাষ্য মতে, দু'আ করা এবং পথ্য গ্রহণ করা সুন্নত। সে হিসেবে রোগ-ব্যাধির সময় নির্দ্বিধায় ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করা যায়।

আর তাবিজ-কবজ গ্রহণ করার ব্যাপারে হুকুম হলো এটি মৌলিকভাবে জায়েয। সাহাবা-তাবেয়ীগণের আমল ও ফাতাওয়া ছাড়াও হযরত মুজাহিদ, ইবনে সীরীন, আতা ইবনে আবি রাবাহ সহ অন্যান্য তাবেয়ী থেকে তাবিজ ব্যবহারের বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাগুলোর জন্য মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা দ্রষ্টব্য। এসব বর্ণনা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, সাহাবা-তাবেয়ীদের যুগে তাবিজ ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এবং যে তাবিজ থেকে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে, তা মূলত শিরকযুক্ত তা'বীজ।

উল্লেখ্য, তাবিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১. কুরআন-হাদীস জানে না এমন অজ্ঞলোক বা অমুসলিমের কাছে তাবিজের জন্য না যাওয়া।

২. কুরআন-হাদীসের বাণী বা আল্লাহর আসমা ও সিফাত-সম্বলিত হওয়া। শিরক বা শরীয়তবিরোধী কোন কিছু না হওয়া।

৩. আরবী ভাষায় বা অন্য ভাষায় পরিস্কার অর্থবোধক হওয়া। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কিছু না হওয়া।

৪. এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রাখা যে, তাবিজের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। সুস্থতা, বিপদমুক্তি ও প্রয়োজনপূরণ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর হুকুমে হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৫. কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও আমলের উপর তাবিজকে অধিক গুরুত্ব না দেওয়া।

যদি এসব শর্ত মেনে কেউ তাবিজ ব্যবহার করতে পারে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এসব শর্ত সাধারণ মানুষ মানতে পারে না। ফলে তাদের আকীদা-বিশ্বাসে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।

এ কারণেই মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ করা জায়েয হলেও না করাই উত্তম। অন্যত্র তিনি বলেন, তাবিজ-কবজের কারণে যদি জনসাধারণের আকীদা-বিশ্বাসে ত্রুটি আসে, তবে তাদের এই উপায় গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হবে। তবে তাবিজ-কবজ পরিহার করা সর্বাবস্থায় শ্রেয়। সুন্নত এতটুকু যে, দু'আ ও আয়াত পড়ে শুধু দম করা হবে।

অতএব, রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে এই তাবিজ-কবজের পন্থা গ্রহণ না করে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত মাসনুন দু'আ পাঠ করা ও প্রত্যক্ষ চিকিৎসা-তদবির গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। এটাই নিরাপদ ও সহীহ পদ্ধতি।

হান্না আলাইহাস সালামের মান্নত পূরণ

হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের শৈশব শেষে যখন তার মাঝে কিছুটা বিবেচনাবোধ সৃষ্টি হয়, তখন তার মা হান্না তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে আসেন। এই বিলম্বের কারণ ছিল তার উৎসর্গীকৃত কন্যাটি যাতে ইবাদতগৃহের খেদমতসংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি ও আচরণ-বিধি সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং ইবাদতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে তার লালন-পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে না হয়।

হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামকে যেদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়, সেদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাসে উৎসর্গীকৃত সর্ব প্রথম কন্যার লালন-পালনের দায়িত্ব লাভের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জন্য সকল ধর্মপ্রধান ছুটে আসেন এবং এ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, ভাগ্যপরীক্ষা হবে।

ভাগ্যপরীক্ষার পদ্ধতি নির্ণীত হয়, দায়িত্বপ্রার্থী সকলে আপন আপন চিহ্ন দেয়া কলম এক জায়গায় জড়ো করবেন। এরপর নাবালক এক কিশোরকে বলা হবে কলমগুলোর মধ্য থেকে একটি কলম তুলে আনতে।

এই পদ্ধতিতে ভাগ্যপরীক্ষা করা হলে দেখা গেলো, নির্দেশপ্রাপ্ত বালকটি যে কলমটি তুলে এনেছে, সেটি হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের চিহ্ন দেয়া কলম।

কিন্তু প্রার্থীগণ এতে তুষ্ট হতে না পেরে দ্বিতীয়বার এভাবে লটারীর দাবি করলেন যে, প্রত্যেকে তার কলম নদীতে ফেলবেন। যার কলম রাতের উল্টো দিকে প্রবাহিত হবে, তিনিই বিজয়ী বলে গণ্য হবেন।

দাবি অনুযায়ী দ্বিতীয়বার লটারী করা হলো। এতেও দেখা গেল যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের কলমটিই রাতের উল্টো দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আর বাকি কলম পানির রাতের অনুকূলে ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু এতেও তারা তুষ্ট হতে পারেননি। তারা তৃতীয়বার এই পদ্ধতিতে লটারী করার দাবি তোলেন যে, এবার পানিতে ভারী কলম ফেলা হবে। এতে যার কলম পানিতে ভেসে থাকবে, তিনিই বিজয়ী হবেন।

ভাগ্য পরীক্ষার এই তৃতীয় পদ্ধতিতেও দেখা গেল শুধু যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের কলমটিই পানির উপর ভেসে রয়েছে। আর বাকিদের কলম নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে।

ফলে তখন সর্বসম্মতিক্রমে হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামই শিশু মারিয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব পেয়ে ধন্য হন।

লটারীর এই তৃতীয় ধারাটির দিকেই পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

এটা গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট ওহী পাঠাচ্ছি। আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল যে, মারিয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল।

বুখারী শরীফে 'জটিলতার ক্ষেত্রে লটারী প্রসঙ্গ' শিরোনামে একটি অধ্যায় আনা হয়েছে। অধ্যায়টিতে উক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করে বলা হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'দায়িত্ব প্রার্থীরা লটারী করলো। তখন সকলের কলম পানির রাতে তলিয়ে গেল। আর যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের কলমটি ভেসে রইলো।'

ইবনুল আদিম রহ. তার 'তারীখে হালব' গ্রন্থে হযরত শু'আইব বিন ইসহাক রহ. হতে অবিচ্ছিন্ন-সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'যে নদীতে দায়িত্ব প্রার্থীরা কলম নিক্ষেপ করে ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই নদীর নাম ছিল ফুয়াইদ। এটা হালব জনপদের একটি সুপ্রসিদ্ধ নদী।

দ্বন্দ্ব নিরসনে লটারীর আয়োজন

ইমাম বুখারী রহ. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণনা করে প্রচ্ছন্নভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, লটারীর মাধ্যমে কোনকিছু নির্ণয় করা বৈধ। এর ভিত্তি হলো, পূর্ববর্তী নবীগণের উপর প্রবর্তিত শরী'আতের কোন বিষয় যদি আমাদের শরী'আতে বর্ণিত হয় এবং তার খেলাফ কোন হুকুম আমাদের শরী'আতে বর্ণিত না হয়, তাহলে সেটি আমাদের শরী'আতের পর্যায়ভুক্ত হয়।

কোন কিছু নির্ণয়ে লটারী করার খেলাফ কোন কিছু ইসলামী শরী'আতে বলা হয়নি। অধিকন্তু অনেক হাদীস দ্বারা এ ধরনের লটারীর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম আসত, তাকে সাথে নিয়ে যেতেন।

এ বিষয়ক অপর এক হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কিছুলোককে হলফ করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকলেই হলফ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন তিনি, কে হলফ করবে, এ ব্যাপারে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

তবে বর্তমানে যে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, হাসপাতাল ইত্যাদির নামে বিশেষ মূল্যমানের লটারীর টিকিট ছাড়া হয়, তা এই জায়েয লটারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ধরনের লটারী সম্পূর্ণ হারাম ও জুয়ার শামিল।

মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের বেড়ে উঠা

আল্লাহ তা'আলা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের লালন-পালনের জন্য এমন এক মহান ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন, যিনি নবী ছিলেন। যার ব্যাপারে কুধারণার সামান্য অবকাশ ছিল না। অথচ তৎকালীন যুগের অনেক পাদরী ছিল পাপাচারী ও চরিত্রহীন। তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ লুটে খেত। বাহ্যিক স্বচ্ছ পরিচয়ের আড়ালে অনৈতিক কার্যকলাপ সংঘটিত করত। কোন নারী সেবিকার দায়িত্ব গ্রহণই তাদের জন্য অপবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামকে ঐসব পাপাচারী পাদরির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম যাকারিয়া-এর ইবাদতগৃহে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগলেন। এখানে বসে তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন সময় কাটাতেন। এই সেই প্রকোষ্ঠ, যেখানে বসে হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম আপন প্রভুর সাথে নীরব-নিভৃতে বাক্যালাপ করতেন এবং এখানেই তার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হত। ঈমানবিধৌত এই মনোরম পরিবেশে থেকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম নিজের বোধ-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনাকে প্রদীপ্ত ও নিষ্কলুষ করে নেন। যদ্দরুন তার জ্ঞান-ঈমান ষোলআনা পূর্ণতা লাভ করে।

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের কুঠরির এক কোণে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্য একটি জায়গা নির্ধারিত ছিল। এখানে বসে তিনি আপন প্রভু-পরওয়ারদিগারের ইবাদত-বন্দেগী করতেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে নিজের দায়িত্ব পালন শেষে এখানে চলে আসতেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্তি

ধীরে ধীরে ইবাদত-উপাসনায় তার একাগ্রতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে একদিন তার নিকট ভিন্ন মৌসুমের ফল পাওয়ার অলৌকিক ঘটনাটি প্রকাশ পায়। সে সম্পর্কে কুরআনে কারীমে নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ○

যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন, তখনই তার নিকট বিশেষ খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বললেন, হে মারিয়াম, তোমার জন্য এসব কোত্থেকে এলো? মারিয়াম উত্তর দিলেন, এসব আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

রিযিকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা

রিযিকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও অনেক মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযার বরকতে দেখে হযরত ফাতেমা রা. এর ঘরে থাকা সামান্য খাবারে অভাবনীয় বরকত হয়। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত পূর্ণ ঘটনা এই। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন যাবত অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন। এতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তখন তিনি এক এক করে স্ত্রীদের ঘরে গেলেন। কিন্তু কারো ঘরে কোন খাবার পেলেন না। পরিশেষে ফাতেমা রা.-এর ঘরে এসে বললেন, মা, তোমার ঘরে কোন খাবার আছে? আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। ফাতেমা রা. বললেন, আব্বা, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার ঘরে কোন খাবার নেই। আমার বাবা-মা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক। (এটা সম্মানসূচক বাক্য, যা সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।)

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-এর ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর ফাতেমা রা.-এর এক বাঁদী তার নিকট দুটি রুটি ও এক টুকরো গোশত পাঠিয়ে দেন। সে সময়ে তার পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ফাতেমা রা. পাঠানো খাবার হতে কিছুটা নিয়ে নিজের পাত্রে রেখে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ, এর দ্বারা আমি আমার এবং আমার কাছের আপনজন যারা আছে সবার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অগ্রাধিকার দিলাম। এরপর ফাতেমা রা. হাসান ও হুসাইনকে পাঠালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনতে। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার ঘরে এলেন। তখন ফাতেমা রা. পিতাকে বললেন, আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তার থেকে কিছু অংশ আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিয়ে এসো দেখি মা!

ফাতেমা রা. বলেন, আমি পাত্রটি তার কাছে নিয়ে এলাম এবং পাত্রের মুখ হতে ঢাকনা উঠালাম। দেখি, রুটি ও গোশতে পরিপূর্ণ। ফাতেমা রা. ব্যাপারটি দেখে হতবাক হয়ে গেলেন এবং নিশ্চিত হলেন, এটা আল্লাহ তা‘আলার কুদরত। এরপর শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহর প্রশংসা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পেশ করলেন।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খাবার দেখলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, তুমি এ খাবার কোথায় পেলে? ফাতেমা রা. বললেন, ‘এ খাবার আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উত্তর শুনে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করে বললেন, সকল প্রশংসা ঐ সত্তার, যিনি তোমাকে বনী ইসরাইলের নারীদের সরদার মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের মতো বানিয়েছেন। কারণ, তাঁকে আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন রিযিক দান করতেন, সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, ‘এ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. কে ডেকে পাঠালেন। এরপর সেই খাবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সকল স্ত্রী ও পরিবার, আলী রা., ফাতেমা রা., হাসান ও হুসাইন রা. সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। ফাতেমা রা. বলেন, সবাই খাওয়ার পরও পাত্রটি যেমন ছিল তেমনি পূর্ণ রয়ে গেল। ফলে আমি অবশিষ্ট খাবার প্রতিবেশীদের মাঝে বণ্টন করে দিলাম। আল্লাহ তা‘আলা তাতে অনেক বরকত ও প্রাচুর্য দান করেছিলেন।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যেভাবে গর্ভবতী হলেন

পবিত্র কুরআনের সূরা মারিয়ামে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ○ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ
حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ
اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ○

“এ কিতাবে মারিয়ামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন, যখন তিনি তার পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। তারপর তিনি তাদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য একটি পর্দা ফেলে দিলেন। তখন আমি তার কাছে আমার রুহ (অর্থাৎ একজন ফেরেশতা) পাঠালাম, যে তার সামনে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারিয়াম বললো, আমি আপনার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, যদি আপনি মুত্তাকী হন, তাহলে আল্লাহকে ভয় করুন। (এবং আমাকে স্পর্ষ করবেন না)

তখন ফেরেশতা বললো, আমি তো আপনার প্রতিপালকের দূত; আপনাকে এক পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ দিতে এসেছি। মারিয়াম বললেন, আমার সন্তান হবে কেমন করে? আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি অনাচারিণী নই। ফেরেশতা বললো, এমনিতেই হবে। আপনার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ এবং তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের বিষয় বানাতে চাই। আর এটা একটা ফায়সালাকৃত বিষয় ছিল।”

সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারিয়ামে হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্মবৃত্তান্তসহ তার জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত বর্ণনাটি তারই অংশবিশেষ।

উল্লিখিত ঘটনার বিশ্লেষণ হচ্ছে, আল্লাহ তা‘আলা যখন ইচ্ছা করলেন, হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের গর্ভে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্ম হবে, তখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম নিজের পরিবার হতে আলাদা হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিকে নির্জন একস্থানে গিয়েছিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তিনি সে সময় সেখানে কেন গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন, অভ্যাস অনুযায়ী নির্জনে ইবাদত করার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ সেই বিশেষ স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন, গোসল করার জন্য সেই নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ঋতুস্রাব হওয়ার কারণে তিনি নির্জনে চলে গিয়েছিলেন।

এসব বর্ণনার মধ্যে প্রথম বর্ণনাটি আল্লামা কুরতুবী রহ. উত্তম বলেছেন। অর্থাৎ মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম নির্বিঘ্নে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সেই নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন।

হযরত নাওফ বাকালী রহ. বলেন, হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্য পূর্বদিকের নির্জনস্থানে একটি কুঠরী তৈরি করা হয়। সেখানে তিনি ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا

‘তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন।’

এ সময় আল্লাহ তা‘আলা তার নিকট জিবরাইল ‘আলাইহিস সালামকে পাঠালেন। জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম তার সামনে সম্পূর্ণ মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন দেখলেন নির্জন-নিরালায় অবিকল একজন মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আশপাশে কোন মানুষজনও নেই, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং ধারণা করলেন, লোকটা হয়তো কুমতলবে এসেছে। তাই তিনি বললেন, আমি আপনার থেকে দয়াময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কাজেই যদি আপনি মুত্তাকী হয়ে থাকেন আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমার থেকে দূরে সরে যান।

শর‘ঈ নীতি এটাই যে, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে সহজ উপায় অবলম্বন করতে হয়। এ জন্য মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম তাকে প্রথমে আল্লাহ তা‘আলার ভয় দেখালেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের শঙ্কা দূর করে দিয়ে বললেন, আপনি আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করেছেন, আমি তেমন কেউ নই। আমি আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত দূত। আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট একটি পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।

এ কথা শুনে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার সন্তান হবে কী করে? আমার তো কোন স্বামী নেই। এ যাবৎ আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। আর আমি সর্বদা পূত-পবিত্র থেকেছি। কোন অনাচার আমার থেকে প্রকাশ পায়নি।

জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আপনার থেকে আল্লাহর কুদরতে এমনিতেই সন্তান হবে- যদিও আপনার কোন স্বামী নেই এবং আপনার থেকে সন্তান হওয়ার মতো কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়নি। আর আল্লাহ তা‘আলার কাছে এটা খুবই সহজ ব্যাপার। আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।

আর এই কুদরতীভাবে সন্তান জন্মদান প্রসঙ্গে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি তোমার গর্ভের শিশুটিকে মানবজাতির জন্য আমার অসীম শক্তি, ক্ষমতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন বানিয়ে দেব এবং সে নবী হবে। মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের কথা বলবে এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

“স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারিয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে তার পক্ষ হতে একটি কালেমার (সম্ভাবনাময় পুত্র সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মারিয়াম তনয় মাসীহ-’ঈসা।

ইহকাল ও পরকালে সে হবে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে দোলনায় থেকেও পরিণত বয়সের মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন। অর্থাৎ সে শৈশবে-কৈশোরে ও পৌঢ়ত্বে সর্বকালে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করবে।”

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত হয়েছে, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম বলেন, যখন আমি নির্জনে গর্ভবতী হয়েছিলাম, তখন ‘ঈসা আমার গর্ভে থেকে আমার সাথে কথা বলেছে এবং যখন লোকালয়ে চলে এলাম, তখন সে আমার কোলে থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে।

বর্ণিত আছে, যখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম আল্লাহর সিদ্ধান্তে তুষ্ট হলেন, তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের পরিধেয় বসনের গলাবন্ধনে ফুঁক দিলেন। ফুঁৎকার দেওয়া প্রবাহটি মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের পেটে গিয়ে প্রবেশ করে। এতে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম সন্তানসম্ভবা হয়ে উঠেন।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ○

“আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ইমরান তনয়া মারিয়ামের। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল অনুগতদের একজন।”

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার নিকট সর্বান্তঃকরণে সমর্পিত থাকলেও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের মুহূর্তে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম লোকলজ্জার মানসিক চাপে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, সমাজের লোকদের তিনি কী বলবেন? কারণ, তিনি

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ধারণা করছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি যা-কিছু বলবেন, তা সমাজ ও পরিবারের কেউ কিছু বিশ্বাস করবে না।

এটা সে সময়ের কথা যখন যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং এর ফলে তার বিবিও সন্তানসম্ভাবা হয়েছিলেন। পাঠক তো পূর্বেই জেনেছেন যে, যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের বিবি মারয়াম 'আলাইহিস সালামের খালা ছিলেন।

এ সময়ে মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম তার খালার কাছে যান এবং তার কাছে গিয়ে বসেন। তখন কথা প্রসঙ্গে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের বিবি বললেন, জানো মারিয়াম, আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি। তখন মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম বললেন, আপনি কি জানেন, আমিও সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছি? এরপর মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম তার সেই অলৌকিক গোপন ব্যাপারটি তাকে খুলে বলেন। যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের বিবি কুদরতের এ ব্যাপার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নেন। কারণ, তারা সবাই ছিলেন বিশ্বাসী কাফেলার সদস্য।

গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব

মুফাসসিরগণ মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের গর্ভকালীন সময় নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে অধিকাংশের মত হলো, মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের গর্ভকাল ছিল নয় মাস।

হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের এক নিকটাত্মীয়, যিনি তিনি তার সাথে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে খেদমত করতেন। তিনি অত্যন্ত সজ্জন ছিলেন। নাম ছিল ইউসুফ নাজ্জার। তিনি যখন মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের শারীরিক গর্ভজনিত অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অতঃপর তিনি মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের নিষ্কলুষতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা ও ইবাদত-মুজাহাদার

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বিষয়টিও তার সামনে ছিল। এরপরও বিষয়টির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এ ব্যাপারে তাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন।

সেমতে তিনি একসময় মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, মারিয়াম, আপনার কাছে আমি একটি বিষয় জানতে চাই। জবাব দিতে তাড়াহুড়া করবেন না, ভেবে-চিন্তে জবাব দিবেন। তিনি বললেন, বলুন, কী বিষয়? তিনি বললেন, মারিয়াম, বীজ ছাড়া কি কখনো বৃক্ষ হয়? শস্যদানা ছাড়া কি শস্য হয়? পিতা ছাড়া কি পুত্র হয়?

তিনি প্রশ্নগুলো করে কোন দিকে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম তা বুঝে ফেললেন। তাই তিনি বললেন, আপনি যে প্রশ্ন করলেন, বীজ ছাড়া বৃক্ষ এবং শস্যদানা ছাড়া শস্য হয় কি না? তা হলে শুনুন, আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে মা-বাবা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এ উত্তর পেয়ে লোকটি তার কথা বিশ্বাস করে নেন এবং তার এ ব্যাপারটি তার উপরই ছেড়ে দেন।

কিন্তু মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন উপলব্ধি করলেন, তার সমাজের লোকেরা তাকে মিথ্যা অপবাদ দিবে, তখন তিনি লোকালয় ছেড়ে নিরালয় চলে গেলেন। যাতে করে তিনি তাদের না দেখেন এবং তারাও তাকে না দেখে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ
مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتَكِ سَرِيًّا ○ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ
وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ
الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ○ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۭ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○ يٰٓاُخْتَ
هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۭ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ○ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ○ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا
أَيْنَ مَا كُنتُ ۖ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي
جَبَّارًا شَقِيًّا ○ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ○

অতঃপর মারিয়াম সেই শিশুকে গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তাকে সহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের নিচে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মারা যেতাম এবং মানুষের বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!

তখন ফেরেশতা তাকে নিম্ন দিক থেকে আওয়াজ দিলেন, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার উপর পাকা তাজা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। অতএব, আহার করো, পান করো এবং চোখ জুড়াও।

মানুষের মধ্যে কাউকে দেখলে বলে দিয়ো, আমি আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মান্নত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না। অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললো, হে মারিয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুন-ভগ্নি, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং মাতাও অসতী ছিলেন না।

তখন তিনি সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললো, কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো? (সেই মুহূর্তে) সন্তানটি বলে উঠলো, আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। যত দিন আমি জীবিত থাকি, নামায ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। এবং আমাকে আমার মায়ের অনুগত বানিয়েছেন, আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি। (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে) আমার প্রতি সালাম, যেদিন

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হবো।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, যখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম সন্তানসম্ভবা হলেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে লোকালয়ে এলেন, এ সময় তিনি খুব ক্লান্তি অনুভব করেন। তার খাদ্য চাহিদাও বেড়ে যায় এবং গায়ের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। এমনকি তার রসনা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আর শারীরিক পরিবর্তনও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এতে করে বিষয়টি বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মাঝে জানাজানি হয়ে যায়। সকলেই বলতে থাকে, নিশ্চয় ইউসুফ নাজ্জার মারিয়ামের এ অবস্থার জন্য দায়ী। গির্জায় সে ছাড়া আর কেউ থাকে না। তখন স্বগোত্রীয় লোকদের বিরূপ মন্তব্য শুনে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। এরপর যখন তার প্রসব-বেদনা শুরু হয়, তখন তিনি একটি খেজুর গাছের গোড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

অন্য এক সূত্রে ওহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. বলেন, স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আট মাইল দূরে ‘বায়তু লাহাম’ নামক এলাকায় অবস্থিত।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

আমি মারিয়াম তনয় এবং তার জননীকে এক বিশেষ নিদর্শন বানালাম। তাদের আশ্রয় দিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উঁচু ভূমিতে।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মিরাজ রজনীতে আমি গাধার চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি প্রাণী ‘বোরাক’ এর কাছে এলাম। তার দৃষ্টির শেষ সীমানা ছিল তার এক পদক্ষেপ। আমি তার উপর আরোহণ করলাম, সাথে জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন। আমরা ভ্রমণ শুরু

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করলাম। এক জায়গায় এসে জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম বললেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি নামায পড়লাম। জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? বায়তু লাহাম এলাকায় নামায পড়লেন, যেখানে 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন।'

আর লোক পরম্পরায়ও এটাই শ্রুত হয়ে আসছে যে, বায়তু লাহামই হলো 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মস্থান এবং খ্রিস্টান পন্ডিতদের মাঝেও এটা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। বর্তমান খ্রিস্টানরা এই নামটিকে 'বেথেলহেম' বলে থাকে।

উক্ত খেজুর বৃক্ষের গোড়ায় বসে মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম ভরাক্রান্ত হৃদয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, হায়, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! আমি যদি সৃষ্টিই না হতাম!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সর্বপ্রথম ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম মৃত্যু কামনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে তার অভিব্যক্তি বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে, তিনি বলেন,

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِيْنَ

হে প্রতিপালক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান করুন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু কামনার বিধান

আনাস বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন দুঃখ দুর্দশার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি এমন দুঃখ দুর্দশা দেখা দেয় যে, মৃত্যুকামনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তবে যেন এভাবে দু'আ করে, আয় আল্লাহ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে মৃত্যুদান করুন।'

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। তিনি তখন আমাদের বেশ কিছু উপদেশমূলক কথা বললেন। এতে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। এ সময় সা‘দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হায়, যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বললেন, ‘তুমি আমার কাছে বসে মৃত্যু কামনা করছো?’ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর বললেন, ‘তুমি যদি জান্নাত লাভের জন্য সৃজিত হয়ে থাকো, তবে জেনে রেখো, যতদিন বেঁচে থাকবে এবং যত পুণ্যের কাজ করবে, ততই তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

উল্লেখ্য, মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য- যখন কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুকামনা করবে। তবে কেউ যদি নিজের ধর্মীয় ব্যাপারে আশঙ্কার কারণে মৃত্যু কামনা করে, সেক্ষেত্রে মৃত্যুকামনা করা তার জন্য বৈধ। যেমন, ফেরাউন যখন যাদুকরদের সত্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেছিল এবং তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল, তখন যাদুকররা বলেছিল,

رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ

আয় আল্লাহ, আমাদের ধৈর্যদান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু দিন।

অন্য এক হাদীসে এভাবে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, ‘আয় আল্লাহ, যদি আপনার বান্দাদের বিভ্রান্তি ও গোলযোগে নিপতিত করার ইচ্ছে থাকে, তবে আমাকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত না করে আপনার কাছে তুলে নিন।

এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীস মুহাম্মদ বিন লাবীদ রা. হতে বর্ণিত, ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘দুটি জিনিস আদম সন্তান পছন্দ করে না। ১. মৃত্যু, অথচ মুমিনদের জন্য ফেতনা

হতে মুক্তির জন্য মৃত্যুই হলো কল্যাণকর। ২. সম্পদের অপ্রতুলতা, অথচ সম্পদ স্বল্পতা পরকালীন হিসাব-নিকাশকে সহজতর করে দিবে।''

সুতরাং দীনদারীর ক্ষেত্রে ফেতনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে, মৃত্যুকামনা করা জায়েয আছে। এজন্য হযরত আলী রা. তার খিলাফতের শেষ জীবনে যখন দেখলেন, নেতৃত্বের সার্বিক ব্যাপারগুলো তার অনুকূলে আসছে না, তখন তিনি বললেন, 'আয় আল্লাহ, আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন। আমি তাদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং তারাও আমার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে।'

তেমনিভাবে ইমাম বুখারী রহ.-এর শেষ জীবনে যখন ফেতনার আবির্ভাব হলো এবং খুরাসানের শাসনকর্তার সাথে বৈরিতা সৃষ্টি হলো, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন।'

অনুরূপভাবে এক হাদীসে আছে, দাজ্জালের আবির্ভাবকালে মানুষ কবরের পাশ দিয়ে যাবে আর বলবে, হায়, এখানে যদি আমার সমাধি হত! কারণ, মানুষ তখন ফেতনা-ফাসাদ আর ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখে অস্থির হয়ে পড়বে।

অতএব, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের মৃত্যু কামনা অনভিপ্রেত ছিল না। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার সম্ভাব্য সন্তান নিয়ে তাকে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। কেউ তার এ ব্যাপার সহজে মেনে নিবে না এবং তার কথাকে বিশ্বাস করবে না। সমাজে একজন সতী-সাধ্বী ধর্মপ্রাণ মহীয়সী নারী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর নতুন করে তাকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হবে। এসব অপবাদ-ঘৃণ্যতা সয়ে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুর মতো কঠিন জিনিসটি তার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিল। সেজন্যই তিনি মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের এ দুর্দশার মুহূর্তে জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম পাহাড়ের পাদদেশ হতে আহ্বান করে তাকে বললেন, আপনি দুঃখ করবেন না। আপনার পাদদেশে আল্লাহ তা‘আলা একটি ঝর্না-নদী সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আহ্বানকারী গর্ভস্থ শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন।

এরপর জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন। গাছটি আপনাকে পাকা তাজা খেজুর দান করবে। খেজুরের মৌসুম না হওয়ায় বৃক্ষটি তখন বাহ্যত খেজুরশূন্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার মেহেরবানীতে বিনা মৌসুমেই সেই গাছ থেকে খেজুর পরলোঅ এরপর ফেরেশতা বললেন, সুতরাং আহার করুন, পান করুন চোখ শীতল করুন।

আমর বিন মায়মুন রহ. বলেন, গর্ভধারিণী মেয়েদের জন্য শুকনো তাজা খেজুরের চেয়ে উপকারী ও স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই। তা ছাড়া প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও উপকারী।

এরপর ফেরেশতা বললেন, কারো সাথে যদি আপনার সাক্ষাত হয়, তখন তাকে ইঙ্গিতে বলে দিবেন, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মান্নত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কারো সাথে বাক্যালাপ করবো না। পূর্ববর্তী শরী‘আতে নিয়ম ছিল, কেউ রোযা রাখলে তার জন্য আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বাক্যালাপও নিষিদ্ধ ছিল।

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন নিশ্চিত হলেন, আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করবেন, তখন তিনি নিজেই সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। তখন সমাজের লোকেরা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের সাথে নবজাতককে দেখে বিভিন্নভাবে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগল। তারা বললো, মারিয়াম, তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড

ঘটিয়ে ফেলেছো। হে হারুন-ভগ্নী, তোমার পিতা তো অসৎ ছিলেন না এবং তোমার মাতাও অসতী ছিলেন না।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম মুসা ‘আলাইহিস সালামের ভাই হারুন ‘আলাইহিস সালামের বংশোদ্ভুত বলে তাকে এখানে হারুন-ভগ্নী বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মুগীরা ইবনে শু‘বা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নাজরান এলাকায় পাঠালেন। তখন নাজরান অধিবাসীরা আমাকে বললো, يَا أُخْتَ هٰرُوْنَ আয়াত সম্পর্কে তোমরা কী বলো? মুসা ‘আলাইহিস সালাম তো ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের বহুকাল পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন। মুগীরা ইবনে শু‘বা রা. বলেন, আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটা বললাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তখনকার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী নবী ও পুণ্যবান লোকদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতেন?

হযরত কাতাদা রা. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কিছুলোক আছে- কল্যাণকামিতা ও ইবাদত-মুজাহাদায় যাদের পরিচিতি থাকে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ পরিচিতি নিয়েই বেড়ে উঠে। আবার কিছুলোক আছে, যাদের পরিচিতি হয় বিবাদ-বিসংবাদ আর অনাচার-অবিচারে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ পরিচিতি নিয়েই বেড়ে উঠে। হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামও এমন অভিজাত পরিবারের কন্যা ছিলেন যে, হিতকামিতা ও পূতপবিত্রতায় তাদের প্রসিদ্ধি ছিল তুঙ্গে। অন্যায়-অপরাধের সাথে তাদের সামান্য সংস্পর্শও ছিল না।

সমাজের লোকেরা যখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলো এবং এ কারণে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগল, তখন তিনি নীরবতার রোযা রেখেছিলেন। তাই তিনি ইঙ্গিত করে সে কথা বুঝিয়ে নিজে উত্তর না দিয়ে তার শিশু

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সন্তানের দিকে ইশারা করলেন, এ ব্যাপারে আমার শিশু সন্তানকে জিজ্ঞেস করুন। সে এ ব্যাপারে জবাব দিবে।

তারা ভাবলো, মেয়েটা আমাদের সাথে উপহাস করছে। তাই তারা বিস্মিত হয়ে বললো, তুমি আমাদের এই নবজাত শিশুর সাথে কথা বলতে বলছো? এ শিশু কী করে উত্তর দিবে?

এই সময় শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম মায়ের দুধ পান করছিলেন। লোকদের কথা শুনে তিনি স্তন থেকে মুখ সরিয়ে নেন এবং বাম পার্শ্বে ভর করে নিজের ছোট তর্জুনী আঙ্গুলটি কাঁধের দিকে বাড়িয়ে বলেন,

اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا ○ وَّ جَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا ○ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ ۫ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ○ وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا

নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, ততদিন আমাকে নামায এবং যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি। আমার প্রতি সালাম, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবো।

শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুখে অলৌকিকভাবে জবাব শুনে কওমের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং এটাকে আল্লাহ তা‘আলার কুদরত মনে করলো।

কিন্তু কিছু মানুষ এই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের প্রতি অপবাদ আরোপ করতে থাকলো। আর এ কারণে তারা আল্লাহ তা‘আলার লানতের মধ্যে পতিত হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا

তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য এবং মারিয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ রটনার জন্য।

শ্রেষ্ঠত্বের আসনে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম

নিজ গোত্রের মানুষের এতসব অপবাদ-অভিযোগের উপর সীমাহীন ধৈর্য ধারণ করে হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম মুজাহাদার ক্ষেত্রে এতটাই উন্নতি সাধন করেন যে, আসমানী দূত ফেরেশতাগণের সম্বোধনের মাহাত্ম্য লাভ করেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ শোনান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ○

স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিলো, হে মারিয়াম, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে পবিত্র করেছেন। আর বিশ্বের নারীদের উপর আপনাকে মনোনীত করেছেন।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম নবী ছিলেন। কিন্তু কাজী ইয়াজ রহ. জুমহুর উলামা-মাশায়েখের অভিমত উদ্ধৃত করে বলেন, ‘মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম নবী ছিলেন না।’ তেমনি ইমাম নববী রহ. ইমামুল হারামাইন-সূত্রে উল্লেখ করেছেন, ‘উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত রায় হলো, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম নবী ছিলেন না।’ অনুরূপভাবে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মহিলা এবং জিন জাতির মাঝে কেউ নবী হননি।’

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.-ও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে এই মতকে গ্রহণযোগ্যরূপে ব্যক্ত করেছেন।

তবে উক্ত আয়াতের আলোকে ও হাদীস শরীফের বর্ণনার দ্বারা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের অনন্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নারী

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ঈমান-আমলে অনেক পুরুষ পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে নারীদের মাঝে একমাত্র ফেরাউন-পত্নী আসিয়া আলাইহাস সালাম ও ইমরান-কন্যা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। আর নারীদের উপর আয়েশা রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব যাবতীয় আহার্য উপাদানের উপর সারিদ (গোশত-ব্যঞ্জনসহযোগে প্রস্তুতকৃত রুটি)-এর ন্যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি অনন্য।

হযরত আনাস রা.-এর অপর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই পৃথিবীর নারীসমাজের মর্যাদার জন্য ইমরান-কন্যা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম, খুয়াইলিদ-কন্যা খাদিজা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমা ও ফেরাউন-পত্নী আসিয়াই যথেষ্ট।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে চারটি রেখা তৈরি করলেন। এরপর সাহাবীদের বললেন, ‘তোমরা কি জানো, এগুলো কী?’ সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আসিয়া বিনতে মুযাহিম এবং মারিয়াম বিনতে ইমরান আলাইহাস সালাম।

হযরত আবু সায়িদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের অবিসংবাদিত নেতা আর ফাতেমা হলো জান্নাতী নারীদের

অবিসংবাদিত নেত্রী। তবে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম।

এসকল আয়াত ও হাদীস একত্র করলে পৃথিবীর নারীদের মধ্যে ছয়জন নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

১. হাউওয়া আলাইহাস সালাম।
২. সারা আলাইহাস সালাম।
৩. হাজেরা আলাইহাস সালাম।
৪. মুসা ‘আলাইহিস সালামের আম্মা ইউখান্দ আলাইহাস সালাম।
৫. আসিয়া আলাইহাস সালাম ।
৬. মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম।

নারীদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটি তাদের যুগ-সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই তাদের কারো ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা হয়ে থাকলে সেটা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ নারীদের মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store